# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৩১ সংখ্যা | ২৩ - ২৯ এপ্রিল ২০২১ | www.ganadabi.com | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১


# প্রকৃত সংগ্রামী বামপন্থার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলুন

## এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের আহ্বান

২৪ এপ্রিল এবার এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। দিনটি শুধু এ দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের জন্যই নয়, গোটা দেশের শোষিত মেহনতি মানুষের কাছেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। এই দিনটিতেই ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতবর্ষের একমাত্র সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি। বারবার এই 'সত্যিকারের' শব্দটি আমাদের ব্যবহার করতে হয় কারণ, এ দেশে কমিউনিস্ট নাম নিয়ে অনেক পার্টি আছে। বহু দিন ধরে তারা ভারতবর্ষে কার্যকলাপ চালাচ্ছে, আকারও তাদের ছোট নয়। অধুনা তাদের আচার-আচরণে যে ভাবে যে কোনও একটি বুর্জোয়া পার্টির চরিত্রলক্ষণ ফুটে বেরোচ্ছে, এক সময়ে তা ছিল না। সিপিআই এবং তারপর তাকে ভেঙে সিপিআই(এম) সহ যত গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, তাদের সকলের মধ্যেই একসময় সততা, নিষ্ঠা ছিল। কমিউনিজমের মহান আদর্শের প্রতি আবেগও ছিল। কেউ মুখে স্বীকার করুন বা না-করুন, একান্তে স্বীকার করতে বাধ্য, এই সিপিএম দলটির মধ্যে সততা, নিষ্ঠা ও সর্বোপরি আদর্শপরায়ণতার লেশমাত্র নেই। এই পরিস্থিতিতে যখন একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কমিউনিজমের আদর্শই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে, সেই কমিউনিজমের আদর্শকে পেতে হলে আজকের দিনে তা যে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) দলের মধ্যেই পাওয়া যাবে, এ সত্যটা দেখাতেই 'সত্যিকারের' শব্দটা আমাদের ব্যবহার করতে হয়।

এবারের ২৪ এপ্রিল, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পটভূমিতে এসেছে এবং উন্নততর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম অঙ্গ হল লোকসভা, বিধানসভার নির্বাচন। সেই নির্বাচন এবার পশ্চিমবঙ্গে যে পরিবেশ সৃষ্টি করল, গদি ধরে রাখার ও গদি দখল করার লক্ষ্যে ধাবিত প্রতিযোগী দলগুলির মধ্যে যে ধরনের কদর্য, কুৎসিত কথার ছড়াছড়ি পাওয়া গেল, তা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকে চূড়ান্তভাবে কলুষিত করেছে। ইতিপূর্বেও অনেক নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু এত কলুষিত পরিবেশ ইতিপূর্বে সৃষ্টি হয়েছে কি না সন্দেহ। আরও একটি লক্ষণীয় দিক হল, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে স্বাধীনতার পর থেকে বামপন্থী রাজনীতি একটা শক্ত অবস্থান নিয়ে ছিল। এবার সেখানে দেখা গেল, দুই দক্ষিণপন্থী শক্তির দাপাদাপি। শাসক তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সামনে আসতে পারল না ৩৪ বছর ধরে একটানা নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতায় থাকা সিপিএম-ফ্রন্ট। এসে গেল চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তি বিজেপি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা তাদের শক্তি প্রদর্শনের, অর্থবল দেখানোর সুযোগ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শুধু তার জোরে বিজেপি এ জায়গায় আসতে পারত না। এ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশকে কলুষিত করতে পারত না। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটি দক্ষিণপন্থী প্রাদেশিক শক্তি যতই অপশাসন চালাক, শুধু তার দ্বারা বিজেপি-র উত্থান সম্ভব হত না এবং ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্য থেকে ১৮টি আসন জিতে নেওয়া সম্ভব হত না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন, এ বিষয়ে বিজেপিকে পূর্ণ মদত দিয়েছে সিপিএম। তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে হঠাবার জন্য তারা এতটাই মরিয়া যে, বিজেপির পক্ষে দলে দলে গিয়ে ভোট দিতে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের এতটুকু বিবেকে বাধেনি।

এ হল একটি দিক। অন্যদিকে বিজেপির মতো শক্তি যে পশ্চিমবঙ্গে মাথা তুলতে পারল, দাপিয়ে বেড়াতে পারল, যা খুশি বলতে পারল,

*পাঁচের পাতায় দেখুন*

# দেশের মানুষ মরছে মরুক

# ভারতীয় পুঁজি ভ্যাক্সিন নিয়ে বিশ্বে প্রভাব বাড়াতে ব্যগ্র

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি ডাক দিয়েছেন 'টিকা উৎসবে'র। সারা দেশে যখন করোনা রোগের প্রতিষেধক টিকার ঘাটতি চরমে সেই সময় উৎসব কেন? এ প্রশ্ন জনমানসে না উঠে পারেনি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বভাবজাত চমক দেওয়ার চেষ্টাতেই মেতে থেকেছেন।

মনে পড়ে যাচ্ছে, গত ২০২০ সালে যখন সারা দেশে করোনা মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল, অভাব দেখা দিয়েছিল সামনের সারির স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই, রোগীদের জন্য হাসপাতালের বেড, ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন, ওষুধ ইত্যাদির— সেই সময় থালা বাজানো, প্রদীপ জ্বালানো, বাজি পোড়ানো, হেলিকপ্টার থেকে ফুল ছেটানোর মতো সস্তা চমকের পিছনেই ছুটেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আজ নতুন করে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশে দৈনিক সংক্রমণের হার ২ লক্ষের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে গেছে। ন্যূনতম চিকিৎসার অভাবে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এমনকি রাজধানী দিল্লিতে পর্যন্ত প্রতিদিন শত শত করোনা রোগী মারা যাচ্ছেন। সরকার তথ্য চেপেও যা জানাচ্ছে তাকে ভয়াবহ বললেও কম বলা হয়। অথচ ঠিক এই সময় করোনা টিকার অভাবে ধুঁকছে দেশের নানা রাজ্যের ভ্যাক্সিন কেন্দ্রগুলি। বর্ষীয়ান নাগরিক ও কোমর্বিডিটি যুক্ত সকলের দু'ডোজ টিকা পাওয়া দূরে থাক বহুজনেরই একটি টিকাও জোটেনি। ১৩০ কোটির বেশি জনসংখ্যার দেশে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত দুটি ডোজ পেয়েছেন ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ (জনসংখ্যার ১.২ শতাংশ মাত্র)। সরকার ১২ কোটি ডোজ ভ্যাক্সিনের দাবি করলেও দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশই ভ্যাক্সিনের নাগাল পেয়েছেন। ৪৫ বছরের উপরে সকলকে টিকা দেওয়ার কথা থাকলেও প্রতিটি টিকা কেন্দ্র বিশাল লাইন সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। তার উপর কোন দিন কোন টিকার কত ডোজ আসবে তা কেউ জানে না। এই যখন অবস্থা সেই সময় দেশে ভ্যাক্সিনের ঘাটতি না মিটিয়ে সরকার ব্যস্ত বিদেশে ভ্যাক্সিন পাঠাতে। দেখা যাচ্ছে সময় থাকতে ভারত সরকার ভ্যাক্সিন কেনার অর্ডারই

*চারের পাতায় দেখুন*

# শেষ তিন দফার ভোট একদিনে করার প্রস্তাব দিয়ে

# নির্বাচন কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি

**পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের অবশিষ্ট স্তরগুলিতে জমায়েত ভিত্তিক প্রচার বন্ধের আর্জি জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৬ এপ্রিল নিচের চিঠিটি পাঠান**

মহাশয়,

করোনা সংক্রমণের বর্তমান প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন থেকে আজ যে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে তাতে আমরা আমন্ত্রণ না পেয়ে বিস্মিত। একটি রেজিস্টার্ড পার্টি হিসাবে ১৯৫২ সাল থেকে আমাদের দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আসছে এবং এবারেও আমরা ১৯৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। এই নির্বাচন সংক্রান্ত নানা বিষয়েও আমরা অনেক বার আমাদের মতামত জানিয়েছি। এর কোনওটাই আজকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আমন্ত্রণ পাওয়াব যোগ্যতার মাপকাঠি না হওয়াটা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপূরক বলে আমরা মনে করি না। যাই হোক, আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে আমাদের মতামত হল, (১) করোনা সংক্রমণের বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জীবনের কথা ভেবে সমস্ত ধরনের জমায়েত ভিত্তিক প্রচার বন্ধ করা হোক;(২) পঞ্চম দফার পর অবশিষ্ট তিন দফার ভোট একবারেই করা হোক;(৩) নির্বাচনের দিন, কেবল কথার কথা না করে, করোনা বিধি কঠোরভাবে মেনে এবং জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার সমস্ত দায়িত্ব কমিশন ও প্রশাসনকে নিতে হবে।

আশা করব আজকের সভায় আমাদের মতামত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

# মোদির ‘ডাবল ইঞ্জিন’
# পিষে দিচ্ছে জনগণকে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভোটে জিততে মরিয়া নরেন্দ্র মোদি প্রায় প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন। প্রতিটি সভাতেই তিনি ‘ডাবল ইঞ্জিন’ অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার গড়ার ঢাক পেটাচ্ছেন। তাতে নাকি উন্নয়নের রথ বিপুল গতিতে চলবে, সমৃদ্ধির বান ডাকবে রাজ্যবাসীর জীবনে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে বেশ কিছুদিন ধরে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি সরকার। প্রধানমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, ডাবল ইঞ্জিনের জোরে কেমন চলছে সে সব রাজ্য? একবার দেখে নেওয়া যাক।

### গুজরাট

#### বন্ধ কলকারখানা

● শিল্প কল-কারখানায় ব্যাপক সমৃদ্ধ, বিজেপির সুশাসনের ‘মডেল’ রাজ্য নাকি গুজরাট। ১৯৯৫ সাল থেকে একটানা সেখানে সরকারে রয়েছে বিজেপি। ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারও বিজেপির দখলে। শিল্পের বাড়বাড়ন্ত হওয়ার বদলে দেখা যাচ্ছে ডাবল ইঞ্জিনের ধাক্কায় গুজরাটে দ্রুত গতিতে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কল-কারখানা। বিধানসভায় খোদ গুজরাট সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ‘গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন’-এর অধীনস্থ ২১টি জেলার বিভিন্ন এস্টেটে দেড় হাজারেরও বেশি শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৫ মার্চ, ২০২১)।

#### বেকারত্ব ও ছাঁটাই

● সিএমআইই-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-র এপ্রিলে গুজরাটে বেকারত্বের হার মার্চের ৬.৭ শতাংশ থেকে লাফ দিয়ে বেড়ে ১৮.৭ শতাংশে পৌঁছায় (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১২ মে, ’২০)।

● ২০১৯-এর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে দেশের রাজ্যগুলির শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার বিপুল ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। শীর্ষে ছিল গুজরাট (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২০ অক্টোবর, ২০২০)।

● গুজরাটের বিজেপি সরকার নিজেই বিধানসভায় এক প্রশ্নোত্তরে জানায়, রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার শিক্ষিত বেকারের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। কর্মহীনের সংখ্যায় সবচেয়ে এগিয়ে আহমেদাবাদ। এর পিছনে রয়েছে ভদোদরা, আনন্দ, রাজকোটের মতো জেলাগুলি। মন্ত্রী আরও জানিয়েছিলেন, এই বিপুল সংখ্যক কর্মহীনের মধ্যে গত দু’বছরে সরকারি কাজ পেয়েছেন মাত্র ২ হাজার ২৩০ জন (পিটিআই, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ’২০)।

#### কল-কারখানায় দুর্ঘটনা

● ২০২০-র জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে গুজরাটে কলে-কারখানায় ৮৯টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। মারা গেছেন ১৩০ জনেরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২২ আগস্ট, ’২০)।

● ২০১৪-২০১৯— এই পাঁচ বছরে গুজরাটে কল-কারখানায় দুর্ঘটনার কারণে প্রাণ হারিয়েছেন ৯৮৯ জন শ্রমিক (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৫ জুলাই, ২০১৯)।

#### দারিদ্র্য ও অনাহার

● সরকারি তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, বিজেপির মডেল রাজ্য গুজরাটে দারিদ্র্যসীমার নিচে ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪১৩টি পরিবার। ২০১৬ থেকে ’১৮— এই দু’বছরে আরও ১৮ হাজার ৯৩২টি পরিবার নেমে গেছে গরিবি রেখার নিচে। পরিবারের সদস্যসংখ্যা গড়ে পাঁচজন হলে এই দু’বছরে দুর্দশার অতলে তলিয়ে গেছেন দেড় কোটি মানুষ (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৪ মার্চ, ২০১৮)। করোনা অতিমারি ও লকডাউনের ধাক্কায় এই সংখ্যা কতগুণ বেড়েছে, এখনও তার কোনও হিসাব নেই।

● ডিসেম্বর ২০১৯-এর সরকারি তথ্য বলছে, গুজরাটের প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ গরিবি রেখার নিচে দিন কাটান।

● অন্ন সুরক্ষা অধিকার অভিযান গুজরাটে ক্ষুধা ও অনাহারের পরিস্থিতি জানতে সমীক্ষা চালিয়েছিল। তাদের রিপোর্ট বলছে, রাজ্যের ২০.৬ শতাংশ পরিবারের সদস্যদের কোনও কোনও দিন দুপুর ও রাত— দু’বেলাই খাবার জোটে না। দিনের মধ্যে একবেলা সামান্য খাবার জোগাড় করতে পারেন রাজ্যের প্রায় ২২ শতাংশ পরিবার। সমীক্ষার রিপোর্টে আরও জানা গেছে, রাজ্যের বিজেপি সরকারের উদাসীনতা ও অবহেলায় পিছিয়ে-পড়া সম্প্রদায়গুলির বহু গরিব মানুষ রেশন কার্ডের অভাবে প্রাপ্য চাল-গম থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১১ ডিসেম্বর, ’২০)।

#### আত্মহত্যা

● রাজ্য বিধানসভায় বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য বলছে, ২০১৮ থেকে ”২০— এই দু’বছরে সেখানে ১৪ হাজার ৭০২ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ২০ জন আত্মঘাতী হয়েছেন (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৩ মার্চ, ’২০)।

● শুধু ২০১৮ সালেই দারিদ্র্যের কারণে ২৯৪ জন এবং বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ৩১৮ জন আত্মঘাতী হন গুজরাটে। আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যাদুটি যথাক্রমে ১৬২ শতাংশ ও ২১ শতাংশ বেশি (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১১ জানুয়ারি, ’২০)।

#### আইন-শৃঙ্খলা, ধর্ষণ ও মহিলাদের ওপর অপরাধ

● মডেল রাজ্য গুজরাটে ৩১ ডিসেম্বর ’২০-র আগে পর্যন্ত দু’বছরে ১ হাজার ৯৪৪টি খুন, ১ হাজার ৮৫৩টি খুনের চেষ্টা, ৩ হাজার ৯৫টি ধর্ষণ, ৪ হাজার ৮২৯টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। খোদ রাজ্যের বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে এই পরিসংখ্যান (এনডিটিভি ডট কম, ৪ মার্চ, ’২১)।

● ২০১৮ থেকে ’২০— এই দু’বছরে প্রতিদিন গড়ে ৪টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে গুজরাটে। ঘটেছে গণধর্ষণ ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুকন্যা ধর্ষণের মতো পৈশাচিক ঘটনাও (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১২ মার্চ, ’২০) ।

● ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরো-র ২০১৯-এর রিপোর্ট বলছে বিজেপিশাসিত গুজরাটে মহিলাদের ওপর ঘটা অত্যাচারের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

● মডেল রাজ্য গুজরাটে সাইবার অপরাধের রমরমা চলছে। ২০২০-র জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট ১৬ হাজার ৫০৩টি সাইবার অপরাধের অভিযোগ জমা পড়েছে। এতে খোয়া গেছে ৬১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে উদ্ধার হয়েছে মাত্র ৬ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। তথ্য বলছে, গুজরাটে সাইবার অপরাধ বেড়েছে ৪১৭ শতাংশ (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৮ ডিসেম্বর, ’২০)।

#### শহরগুলির চাকচিক্যের আড়ালে নোংরা বস্তির অন্ধকার

বিজেপির ‘মডেল’ গুজরাটে শহরগুলির আপাত ঔজ্জ্বল্যের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে অসংখ্য বস্তির চাপ চাপ অন্ধকার। সে অন্ধকার দূর করার বিশেষ চেষ্টা না হলেও বিশেষ বিশেষ সময়ে তা কৌশলে ঢাকা দেওয়ার কাজে সফল হয়েছে সে রাজ্যের বিজেপি সরকার। ২০১৭-র জানুয়ারিতে গুজরাটের গান্ধীনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ‘গ্লোবাল সামিট’। সেখানে যোগ দিতে আসা নানা দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রীদের দৃষ্টি থেকে শহরের বস্তিবাসী মানুষকে আড়াল করতে বিশালাকার কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাস্তার ধার বরাবর। ওই বছরেই সেপ্টেম্বরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সস্ত্রীক আমেদাবাদ ও গান্ধীনগরে এসেছিলেন তিন দিনের সফরে। শিলান্যাস হয়েছিল ১ লক্ষ কোটি টাকার বুলেট ট্রেন প্রকল্পের। সেবারেও রাস্তার ধারঘেঁষা বস্তিগুলির বীভৎস দৃশ্য ঢাকতে সবুজ কাপড় টাঙিয়ে দিয়েছিল বিজেপি সরকার। গত বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তিন ঘন্টা গুজরাট সফরে খরচ হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা। সেই সময়েও বিপুল সংখ্যক হতদরিদ্র মানুষের বাসস্থান আমেদাবাদ শহরের বস্তিগুলি

*পাঁচের পাতায় দেখুন*

## জীবনাবসান

মধ্যপ্রদেশে এস ইউ সি আই (সি)-র বর্ধিত রাজ্য কমিটির সদস্য এবং দেওয়াস জেলা সম্পাদক কমরেড হিমাংশু শ্রীবাস্তব ১৭ এপ্রিল রাত ৮টায় ইন্দোরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর চিকিৎসা চলছিল ইন্দোরের এমওয়াই হাসপাতালে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর।

গুনায় গভর্নমেন্ট পিজি কলেজে পড়ার সময়ে এআইডিএসও-র কর্মী হিসাবে কমরেড হিমাংশু মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দল ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

দলের বিস্তারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কমরেড হিমাংশু প্রথমে ইন্দোর ও পরে দেওয়াসে যান। দেওয়াসে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেওয়াসের ছাত্র, যুব ও শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি গঠনের ভিত্তি প্রস্তুত করেন। গোটা রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নেন। গত বছরে কোভিড অতিমারি শুরু হওয়ার আগে সিএএ-এনআরসি-এনপিআর বিরোধী আন্দোলন যখন দেশজুড়ে তুঙ্গে উঠেছিল, সেই সময় দেওয়াসের পাশাপাশি রাতলাম, মন্দসৌর সহ অন্যান্য জেলায় কমরেড হিমাংশু আন্দোলনকে সঠিক পথে চালনার লক্ষ্যে জনগণের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী শিক্ষা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রমিক শ্রেণির প্রতি আনুগত্য ও সংগ্রামী মেজাজের জন্য কমরেড হিমাংশু বিশেষ করে দেওয়াসের শ্রমিকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। গত বছর লকডাউনে কারখানা-মালিকরা প্রাপ্য মজুরি না দিয়ে দরিদ্র শ্রমিকদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করলে কমরেড হিমাংশু বিনা মূল্যে বহু শ্রমিককে আইনি পরামর্শ দিয়েছেন। এরপর, কেন্দ্রীয় সরকারের তিন কালা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে চাষিরা আন্দোলন শুরু করলে কমরেড হিমাংশু শুধু দেওয়াসে নয়, সংলগ্ন জেলাগুলিতেও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। ১১ এপ্রিল দেওয়াসে কিসান মহাপঞ্চায়েত সফল করার উদ্দেশ্যে কমরেড হিমাংশু গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছিলেন দিনের পর দিন। এই সময়েই তিনি কোভিডে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে ৮ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রোগের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন।

শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেভাবে হাসিমুখে কমরেড হিমাংশু সংগ্রাম করে গেলেন, তা আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে শুধু দলের নয়, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনেরও অপূরণীয় ক্ষতি হল। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল এই যুব কর্মীর অকালমৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

**কমরেড হিমাংশু শ্রীবাস্তব লাল সেলাম**

# শীতলকুচিতে ঠাণ্ডা মাথায় খুন
## মত সিপিডিআরএস-এর

১৩ এপ্রিল মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক আব্দুর রউফের নেতৃত্বে নীরেন রায় ও হরেন বর্মন, এই তিন জনের তথ্য অনুসন্ধানকারী একটি দল কোচবিহার জেলার শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের জোড়পাটকি অঞ্চলের আমতলি গ্রামে ১২৬ নম্বর বুথ এলাকায় যায়। এই প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে নিহতদের বাড়িতে ও গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দাদের বাড়িতেও গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে।

নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গ ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে প্রতিনিধি দল তাদের লিখিত রিপোর্টে বলেছে, 'আমরা দৃঢ় ভাবে মনে করি, কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়ে মনিরুজ্জামান, হামিদুল, সামিউল এবং নুর আলমকে হত্যা করেছে।' প্রতিনিধি দল বলেছে, শীতলকুচি বিধানসভার এই বুথে সকাল থেকে ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলছিল। সকাল ন'টা নাগাদ ওই বুথ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে জাহিদুল হক নামে ১২/১৩ বছরের এক কিশোরকে ভ্রাম্যমান সিআইএসএফ জওয়ানরা প্রচণ্ড মারধর করে। ঘাড়ে, পিঠে, পাঁজরে আঘাত পেয়ে ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে যায়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এদিকে গ্রামে রটে যায়, কেন্দ্রীয় বাহিনী একটি ছেলেকে মারধোর করে তুলে নিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত জনতা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা জওয়ানদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। সঠিক খবর না থাকায় পরিবেশ ধীরে ধীরে আরো জটিল হতে থাকে। গ্রামবাসীদের উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ১২৬ নম্বর বুথের ভোটকর্মীরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন এবং ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। বুথের ভিতরে এবং ওই স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে তখনও পর্যন্ত কোন গোলমাল ছিল না।

কিছুক্ষণ ভোট স্থগিত থাকার পর পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। সকাল পৌনে দশটা নাগাদ রাস্তার দু'দিক থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের দুটি গাড়ি আসে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রথম গাড়িটি স্কুল গেটের সামনে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে জওয়ানরা যাকে সামনে পায়, তাকেই লাঠিপেটা করতে থাকে। দ্বিতীয় গাড়িটি স্কুল বাউন্ডারির দেওয়ালের শেষ অংশের পাশ দিয়ে (স্কুল ক্যাম্পাসের শুধু সামনেই দেওয়াল, অন্য সব দিক খোলা) কিছুটা ঢুকে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন জওয়ান নেমেই গুলি চালাতে শুরু করে। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মনিরুজ্জামানের বুকে গুলি লাগে। তিনি লুটিয়ে পড়েন। আতঙ্কে চিৎকার, ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। সামিউল মোবাইলে ভিডিও করছিলেন, তাকে এক জওয়ান হাতের ইশারায় কাছে ডাকে, সামনে যেতেই বুকে গুলি করে। একটি ছেলেকে জওয়ানরা খুব মারছিল, তার দাদা হামিদুল ভাইকে বাঁচাতে এক জওয়ানের পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে ভাইকে ছেড়ে দিতে বলেন। সেই জওয়ান তার পিঠে গুলি করে। উপুড় হওয়া অবস্থায় নিথর হয়ে যায় হামিদুলের দেহ। আর একজন নিহত ব্যক্তি নুর আলম (১২৫ নম্বর বুথের ভোটার) পাশের বুথে

*পাঁচের পাতায় দেখুন*

# ভোটের কালি হাতে শুকনোর আগেই
## কর্মচ্যুত বজবজের ৫ হাজার শ্রমিক

রাজ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় (৬ এবং ১০ এপ্রিল) ভোট ছিল সাতগাছিয়া ও বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে। এই দুই কেন্দ্রের বহু মানুষ বজবজ জুট মিলের শ্রমিক। সেই ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সাত দিনের মধ্যে উৎপাদন বন্ধ করলো বজবজ জুট মিল কর্তৃপক্ষ। কর্মচ্যুত হয়ে পড়লেন প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক। পয়লা বৈশাখের ছুটি ও শুক্রবারের সাপ্তাহিক ডে অফ কাটিয়ে ১৭ এপ্রিল সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা দেখেন, গেটে ঝুলছে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' এবং 'নো ওয়ার্ক নো পে' নোটিশ। কাঁচা উপকরণের অপ্রতুলতা,আর্থিক ক্ষতি এবং শ্রমিকদের গরহাজিরার মিথ্যা অজুহাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। কারখানা কর্তৃপক্ষের এই শ্রমিক স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের ফলে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছেন শ্রমিকরা। এক শ্রমিক বলেন, এক বছর আগে লকডাউনের সময় বিনা বেতনে বসে ছিলাম। এবার মূল্যবৃদ্ধির বাজারে পরিবার নিয়ে পথে বসতে হবে। এই সাসপেনশন ওয়ার্কের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) বজবজ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক প্রতাপ খাঁড়া বলেন, 'কারখানা বন্ধের জন্য মিল কর্তৃপক্ষের সমস্ত অজুহাতই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমরা সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি করছি, অবিলম্বে কারখানা খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের আশঙ্কা, এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে মিল কর্তৃপক্ষের দুরভিসন্ধি কাজ করছে। তারা এই সুযোগে বেশ কয়েকটি ডিপার্টমেন্টের স্থায়ী শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে কন্ট্রাকচুয়াল করে দিতে পারে, এছাড়াও বেশ কিছু শ্রমিক স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। অতিদ্রুত কারখানা চালুর দাবি জানিয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিও তুলেছে।

প্রসঙ্গত, এই কারখানা বন্ধের জন্য মালিককে খোলাখুলি সমর্থন জানিয়েছেন, বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। তাঁর এই নির্লজ্জ সমর্থন দেখিয়ে দেয় বিজেপি দলটা আসলে কাদের সেবাদাস। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় কোনওভাবে আসতে পারলে বিজেপি মালিকের সেবার স্বার্থে কতদূর নিচে নামতে পারে, তার নমুনা দেখে এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিন্দায় মুখর হয়েছেন।

# 'সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের দেশের মানুষের জীবনমৃত্যু নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই'

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেনঃ

বর্তমানে আমরা কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় দফার আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছি যা প্রথম দফার থেকে আরও বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর এবং ইতিমধ্যেই বহু মানুষ এই মারাত্মক আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এই ভয়াবহ অবস্থার মোকাবিলা করতে কি বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার, কি অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের সরকারগুলি কার্যত কোনও রকম কার্যকরী পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করল না।

গত বছর যখন এই রোগ মহামারীর আকার ধারণ করেছিল এবং কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল, কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে এক দুর্বিসহ অর্থনৈতিক সংকটের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, সে সময় অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ করেছিলাম পর্যাপ্ত হাপাতাল, হাসপাতালে বেডের সংখ্যা, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী এবং করোনা প্রতিষেধক টিকা সহ অত্যাবশ্যকীয় সমস্ত রকম ওষুধের চূড়ান্ত অভাব। আজ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন সমস্ত সরকার স্বাস্থ্যের মতো অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যে ধরনের অবহেলার পরিচয় দিয়েছে তা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধের সামিল। এই সংকটে যখন দেশে ভ্যাকসিনের খুবই অভাব তখন এই রকম একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'টিকা উৎসবে' মেতেছেন। ঠিক এ ভাবেই গত বছর হাততালি দেওয়া, থালা বাজানো, প্রদীপ আর টর্চ জ্বালানো, সামরিক হেলিকপ্টার থেকে ফুল ছড়ানো ইত্যাদি নানা রকম চমক দিতে তিনি সে সময় ব্যস্ত থেকেছেন।

করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ আসার আগে এই অভাবগুলি পূরণের জন্য সরকার পর্যাপ্ত সময় হাতে পেয়েছিল। দেশের মানুষের জীবনের কোনও মূল্য তাদের কাছে থাকলে এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে তারা ঘাটতিগুলি পূরণ করতে পারত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই পরিস্থিতিতেও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ হচ্ছে নামমাত্র। অথচ একচেটিয়া মালিকদের জন্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ক্রমাগত বিশাল পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে ও অন্যান্য সরকারি খাতে বিপুল পরিমাণে ব্যয়বৃদ্ধি হচ্ছে। একদিকে নতুন সংসদ ভবনের নামে জমকালো প্রাসাদ তৈরি, তার চতুর্দিকে মহার্ঘ সাজসজ্জা, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীর বিলাসব্যসনে বিপুল পরিমাণে ব্যয় করছে, অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার অসহায় দরিদ্র মানুষের কান্না, সামান্য একটু চিকিৎসার জন্য হাহাকার। আর এই সামান্য চিকিৎসার অভাবে অসহায় দরিদ্র মানুষগুলি মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী 'পিএম কেয়ার' ফান্ডে যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেছেন, সেটা কোথায়, কার কেয়ারে ব্যয় হচ্ছে, কেউ জানে না। এটা রহস্যাবৃত। হিন্দুত্বের এই সব স্বঘোষিত ধ্বজাধারীদের কি আদৌ কোনও মানবিকতা আছে? যখন করোনা মহামারি মৃত্যুদূত রূপে দ্বিতীয়বারের জন্য দাবানলের মতো ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী সহ বিজেপির শীর্ষ নেতা ও মন্ত্রীরা দিনরাত নির্বাচনী প্রচরে ব্যস্ত। ভোটার কিনতে তারা কোটি কোটি টাকা ছড়াচ্ছে, স্বাস্থ্যবিধির কোনও তোয়াক্কা না করে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত করছে। তাদের একটাই লক্ষ্য, যেভাবেই হোক ভোটে জিতে সরকারি গদির দখল নিতে হবে।

এই রকম ভয়াবহ অবস্থা আজ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ জুড়ে। এই হল পুঁজিবাদের অমানবিক চেহারা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবনের কানাকড়িরও মূল্য নেই, কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণির সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য এই ব্যবস্থার রক্ষকরা সর্বদা সচেষ্ট। তাই এটা কোনও বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, যখন কোটি কোটি মানুষ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত, লক্ষ লক্ষ মানুষ কোভিড মাহামারি এবং অনাহারে প্রাণ হারাচ্ছেন, ঠিক তখনই বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থার ধনকুবের মালিকরা তাদের সম্পদকে বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে। আজ মানব সভ্যতা বিশ্বজোড়া অভূতপূর্ব স্বাস্থ্য সংকট ও তার সাথে ভয়াবহ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও এই মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াইতে নামার জন্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাদের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য এবং সম্পদ সংহত করছে না। তারা ব্যস্ত বিভেদের বাণিজ্য যুদ্ধে। এ জন্য তারা সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য বাজেটে বিপুল হারে ব্যয় বৃদ্ধি করছে। নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চলের পরিধি এবং সামরিক কর্তৃত্ব বাড়াতে তারা স্থানীয় এবং সীমান্ত সংঘর্ষ বাধিয়ে রেখেছে। এর মধ্য দিয়ে আরও একবার পুঁজিবাদের অমানবিক দানবীয় চরিত্র নগ্ন হয়ে গেল। পুঁজিবাদের কাছে সর্বোচ্চ মুনাফাই হল প্রধান, মানুষের জীবনের দাম তার কাছে বিন্দুমাত্র নেই।

আজকের দিনের সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হল, নিজ নিজ দেশের সাম্রজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের সংঘবদ্ধ, সুসংগঠিত গণআন্দোলন গড়ে তুলে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে শাসকদের বাধ্য করা। একই সাথে প্রয়োজন ভারত সহ সমস্ত দেশে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার কাজকে ত্বরান্বিত করা।

# ভারতীয় পুঁজি ভ্যাক্সিন নিয়ে প্রভাব বাড়াতে ব্যগ্র

*একের পাতার পর*

দেয়নি। ফলে ভারতে তৈরি ভ্যাক্সিন নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলি অবাধে বিদেশে ব্যবসা করছে। শুধু ব্যবসা নয়, এর পিছনে কাজ করছে ভারত সরকারের বিদেশনীতি, কূটনীতির প্যাঁচ। দেশের মানুষের জীবন বাজি রেখে চলছে ভ্যাক্সিন কূটনীতি।

২৪ মার্চ পর্যন্ত ভারতে যত করোনা টিকা তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে ৬ কোটি ডোজ রপ্তানি হয়েছে বিদেশে, ৫ কোটি ২০ লক্ষ ডোজ ব্যবহৃত হয়েছে দেশের মানুষের জন্য। অর্থাৎ দেশের মানুষের জন্য যত ভ্যাক্সিন ব্যবহার হয়েছে তার থেকে বেশি গেছে বিদেশে। কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভা এবং রাজ্যসভায় জানিয়েছিল, সারা বিশ্বে 'দায়িত্বশীল' ভূমিকা নেওয়ার জন্য এবং ইউনেস্কো ও বিল গেটস ফাউন্ডেশন সহ নানা ব্যবসায়িক সংস্থার দ্বারা পিপিপি মডেলে চলা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন বা সংক্ষেপে 'গাভি'-র কো-ভ্যাক্স কর্মসূচির সদস্য হিসাবে ভারত সরকার এই ভ্যাক্সিন বিদেশে পাঠাতে দায়বদ্ধ। এই বিদেশগামী ভ্যাক্সিনের ৮০ লক্ষ ডোজ বিনামূল্যে কিছু অতি দরিদ্র রাষ্ট্র এবং ছোট দ্বীপরাষ্ট্রে বিতরণ করা হয়েছে, এক কোটির ডোজের কিছু বেশি 'কো-ভ্যাক্স' কর্মসূচির মাধ্যমে কিছুটা কম দামে বিক্রি হয়েছে, বাকি পুরোটা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উচ্চ মুনাফার হারেই বিক্রি হয়েছে। এই বিক্রিতে বেসরকারি সংস্থা সিরাম ইনস্টিটিউট সহ অন্য কোম্পানিগুলির ব্যবসায়িক লাভ কত, সে হিসেবটা স্থগিত রেখে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকে নজর দেওয়া যাক। সেটি হল, বিদেশে ভ্যাক্সিন পাঠাতে ভারত সরকারের হঠাৎ এত উৎসাহ দেখা গেল কেন?

১২ মার্চ ভারত, আমেরিকা, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে গঠিত 'কোয়াড'-এর অনলাইন শীর্ষ বৈঠকের পর মার্কিন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের কথায়, মার্কিন প্রযুক্তি, জাপান এবং মার্কিন পুঁজি নিয়ে ভারতের মাটিতে ভ্যাক্সিন তৈরি হবে। তার সরবরাহের দায়িত্ব নেবে অস্ট্রেলিয়া। এই ভ্যাক্সিন কোয়াড সরবরাহ করবে আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগস্থলে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপরাষ্ট্রগুলিতে। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার আফ্রিকার ঘানা সহ নানা দেশ, এশিয়ার আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ইত্যাদি ৭৬টি দেশে ভ্যাক্সিন পাঠিয়েছে। তার মধ্যে উন্নত বিশ্বের দেশ কানাডাও আছে। কানাডা, আমেরিকা এবং ব্রিটেন বিশ্বের ১৬ শতাংশ জনসংখ্যার অধিকারী হয়েও মোট উৎপাদিত ভ্যাক্সিনের ৬০ শতাংশের মালিক। তাদের নিজেদের দেশে উৎপাদিত ভ্যাক্সিনই তাদের মোট জনসংখ্যাকে বেশ কয়েকবার টিকা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এই রকম একটি দেশ কানাডায় ভ্যাক্সিন পাঠানোর উদ্যোগ ভারত সরকার কেন নিল? কেনই বা কোয়াডের এত তৎপরতা? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এর পিছনে যে উদ্দেশ্যটা কাজ করছে তার নাম বাণিজ্যযুদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশ এবং সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাজার ধরার উদ্দেশ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আজকের পুঁজিবাদী চীন। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা, চীন সাগর সংলগ্ন দেশগুলিতে চীনা পুঁজির দাপটই প্রবল। এমনিতেই প্রবল সংকটে থাকা মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিকে বাণিজ্যযুদ্ধে যথেষ্ট টেক্কা দিয়ে চলেছে চীন। সমাজতন্ত্র ত্যাগ করে পুরোপুরি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত চীনের পুঁজি মালিকরা রাষ্ট্রের সাহায্যে তার নিজের দেশের শ্রমিককে চরম শোষণ করে অতি সস্তায় উৎপাদিত পণ্যের সাহায্যে মার্কিন বাজারে অনেকটাই থাবা বসিয়েছে। এই বাজার পুনরুদ্ধার করতে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঢুকতে ভারতের শক্তিশালী একচেটিয়া পুঁজিকে দোসর হিসাবে চাইছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিমালিকরা। একই কারণে একদা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান এবং অস্ট্রেলিয়াকে মার্কিন পুঁজির এখন প্রয়োজন। অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্ব এখানে প্রধানত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত। আবার চারটি দেশের নিজ নিজ একচেটিয়া মালিকদের বাজার দখলের সাধ এবং স্বার্থও এতে জড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে শুধু সামরিক তাকত দেখালেই তাদের চলবে না। নানা কলাকৌশল নিতে এই কোয়াড গোষ্ঠী বদ্ধপরিকর। সস্তা চীনা পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজেদের পণ্য বাজারে ঢোকাতে গেলে তার দাম সস্তা করার প্রয়োজন। তাই মার্কিন শ্রমিকের তুলনায় অনেক সস্তায় ভারত সহ এশিয়ার নানা দেশে শ্রমিককে খাটিয়ে পণ্য উৎপাদনের সুযোগ নিতে চাইছে মার্কিন-জাপান এবং ভারতীয় কর্পোরেট পুঁজিমালিকরা। এই কারণে নরেন্দ্র মোদির মুখে বারবার 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের উদ্দেশ্য মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ইত্যাদি বাজারের ভাগ পাওয়া। সে জন্য ভারতে ইতিমধ্যেই নতুন 'শ্রম কোড' চালু হয়েছে, যাতে অতি সস্তায় শ্রমিককে খাটানো যায়।

কিন্তু বাজার ধরতে গেলে এই অঞ্চলের দেশগুলির মানুষের মধ্যে বজায় থাকা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মনটিকে একটু একটু করে নরম করাও তাদের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে করোনা মহামারি ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের সামনে একটা সুযোগ হিসাবে এসেছে। তাই অতি দ্রুত ভ্যাক্সিন নিয়ে তারা বিভিন্ন দেশের বাজারে ঢুকতে চাইছে। করোনা প্রতিরোধের নামে বাণিজ্যটাই এখানে প্রধান। দেখা গেছে মায়ানমারে যখন সামরিক বাহিনী মানুষকে নিধন করছে, সেই সময় ভারত সরকার জোরালো কোনও প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু চীন মায়ানমারকে ৩ লক্ষ ডোজ ভ্যাক্সিন দিচ্ছে জেনেই তাদের আগে তড়িঘড়ি ভারত সরকার ১ লক্ষ ৭০ হাজার ডোজ ভ্যাক্সিন সে দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কম্বোডিয়া, আফগানিস্তানের ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে চীনের আগেই ভ্যাক্সিন পাঠানোর তাড়ায় ভারতীয় ভ্যাক্সিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ের সাথে আপস করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে চীনও মার্কিন, ব্রিটেন জাপান, রাশিয়া কিংবা ভারতের মতো ভ্যাক্সিনকে বাণিজ্যযুদ্ধের হাতিয়ার করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে করোনা মহামারি রোখার থেকেও এখন ভ্যাক্সিন বেশি কার্যকরী বাজার সংকটের মোকাবিলায়। তাই চীন তড়িঘড়ি আমেরিকার আগেই আরব দেশগুলিতে বিপুল ভ্যাক্সিন পাঠিয়ে দিয়েছে। ইউরোপের বহু দেশেও ঢুকে গেছে চীনা ভ্যাক্সিন। অন্যদিকে রাশিয়া তার স্পুটনিক ভ্যাক্সিনের সাহায্যে একইভাবে বাণিজ্য যুদ্ধ চালাতে চাইছে। সকলের আশা ভ্যাক্সিন দেওয়ার নামে তারা অন্যান্য পণ্যের বাজারটাও খুলতে পারবে। চরম সংকটে পড়া পুঁজিবাদী বাজারে টিকে থাকার জন্য সাম্রাজবাদীরা পরস্পর কামড়াকামড়ি করছে। কোথাও কোথাও তারা জোট বাঁধছে, কোথাও তা ভেঙে নতুন সমীকরণ হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আবার নিজ নিজ দেশের পুঁজির স্বার্থে এই সাম্রাজবাদী জোটগুলির নানা অঙ্ক কাজ করছে। যে কারণে ভারত সরকারকে নিজ দেশে উৎপাদিত ভ্যাক্সিনে ঘাটতি সৃষ্টি করেও রাশিয়া এবং আমেরিকার ভ্যাক্সিনকে কিছুটা দেশের বাজার ছাড়তে হচ্ছে। ভ্যাক্সিন ঘাটতিতে সরকার যেন কত চিন্তিত, এমন একটা ভাব দেখিয়ে অপরীক্ষিত অবস্থাতেই এই সমস্ত ভ্যাক্সিনকে ছাড়পত্র দিয়ে দিচ্ছে ভারত। আসল কারণ হল এই ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় না দিলে অন্য বাজারে রাশিয়া কিংবা মার্কিন পুঁজির ছাড় ভারতীয় পুঁজিপতিরা পাবে না। নিজের দেশের মানুষের স্বার্থকে বলি দিয়ে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে ভারত সরকার যেমন বিপুল পরিমাণ ভ্যাক্সিন বিদেশে পাঠাচ্ছে একই ভাবে বিদেশি অপরীক্ষিত ভ্যাক্সিনকে দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।

কানাডার মতো উন্নত দেশেও ভারত সরকার ভ্যাক্সিনের উপহার পাঠিয়েছে। কারণ, আগামী দিনে ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পেতে হলে কানাডা সহ কিছু উন্নত দেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির লবির সাহায্য দরকার। ২০২৩ সালে ভারতে যে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন হতে চলেছে তার জন্যও সমর্থন আদায় করে রাখা দরকার। এই দরকারগুলি কার? জনস্বার্থের সাথে এর আদৌ কোনও সম্পর্কই নেই। আম্বানি, আদানি, টাটা ইত্যাদি একচেটিয়া মালিকদের প্রয়োজন ভারতীয় সামরিক তাকত। যার জোরে ওরা ঢুকতে পারবে বিশ্ব বাজারে। এতে দেশের মানুষের লাভ দূরে থাক, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা নিশ্চিত করতে জনসাধারণের উপর আসবে আরও আক্রমণ। শ্রমিকের মজুরি কমানো, শ্রম সময় বাড়ানো, ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের অধিকার খর্ব করা সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নেমে আসবে শাসকের আগ্রাসন।

ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের স্বার্থে মার্কিন দোসর হিসাবে কাজ করতে গিয়ে ভারত সরকার যে তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধকে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশে আহ্বান করে আনছে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আগামী দিনে আরও পূর্ণাঙ্গ সামরিক যুদ্ধ, প্রাণহানি, যা ডেকে আনে সাধারণ মানুষের জীবনের চরম সর্বনাশ। ভ্যাক্সিন কূটনীতি সহ কোয়াডের সামগ্রিক পদক্ষেপ তাই দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে না, ভারতকে এশিয়া-আফ্রিকার বড় অংশের মানুষের মধ্যে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে উপস্থিত করছে। যে শক্তিগুলিকে এতকাল এশিয়ার মানুষ শোষক-উৎপীড়ক হিসাবে ঘৃণা করেছে, তাদেরই অন্যতম প্রতিভূ হবে ভারত?

*মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে করোনা মোকাবিলায় পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও ভ্যাক্সিনের দাবিতে জেলাশাসককে স্মারকলিপি পেশ। ১২ এপ্রিল*

**জনস্বার্থের সাথে এর আদৌ কোনও সম্পর্কই নেই। আম্বানি, আদানি, টাটা ইত্যাদি একচেটিয়া মালিকদের প্রয়োজন ভারতীয় সামরিক তাকত। যার জোরে ওরা ঢুকতে পারবে বিশ্ব বাজারে। এতে দেশের মানুষের লাভ দূরে থাক, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফাকে নিশ্চিত করার জনসাধারণের উপর আসবে আরও আক্রমণ। শ্রমিকের মজুরি কমানো, শ্রম সময় বাড়ানো, ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের অধিকার খর্ব করা সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নেমে আসবে শাসকের আগ্রাসন।**

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21



# এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এবং এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৬ এপ্রিল ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৭ এপ্রিল হাসপাতালে তাঁর মরদেহে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে এবং পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পলিটবুরো সদস্য ও এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড শঙ্কর সাহা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্তের পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। এ ছাড়াও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস।

এআইটিইউসি, সিআইটিইউ, ইউটিইউসি, এইচএমএস সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বার্তা পাঠিয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন। তাঁর স্মরণসভা ১১ মে অনুষ্ঠিত হবে।

*মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড সৌমেন বসু*

# সংগ্রামী বামপন্থার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলুন

*একের পাতার পর*

তা এ রাজ্যের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের অধঃপতনকেই সূচিত করে। জাত-পাত-ধর্মের বিভাজন সমাজ-মানসিকতায় থাকলেও, তাকে এভাবে প্রকাশ্যে রাজনীতির হাতিয়ার করে ভোটের খোলা ময়দানে টেনে আনার ঘটনা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি, যেটা বিজেপি এবার অনায়াসে করল। এ কাজ তৃণমূল কংগ্রেস করেনি, তা নয়। কিন্তু এত নগ্ন ভাবে সে করতে পারেনি।

প্রশ্ন যেটা ওঠে, বিজেপি চাইলেই এ কাজ করতে পারল কী করে! সামাজিক বাধার সম্মুখীন হল না কেন? এমনকি, যুব সম্প্রদায়ের একাংশকেও দেখা গেল, টাকার কাছে বিকিয়ে গিয়ে বিজেপির হট্টরোলে সামিল হতে। পশ্চিমবাংলার যে যুবশক্তি একদিন বলিষ্ঠতায়, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তেজে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কেন্দ্রের শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, আজ সেই বাংলার যুবশক্তির এই হাল হল কেন? কারা দায়ী? পশ্চিমবাংলার যুবশক্তি যেদিন লড়াইয়ের মেজাজে, অন্যায়ের প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, সেই যুবশক্তি ছিল বামপন্থার আদর্শের প্রতি অনুরক্ত। বামপন্থা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝুক না-বুঝুক, নিজেদের বামপন্থী বলতে তারা গর্ববোধ করত। আজ সেই রাজ্যের যুবকরাই অনায়াসে তৃণমূল কংগ্রেসের অর্থহীন 'মা-মাটি-মানুষে'র স্লোগান বা বিজেপির 'জয় শ্রীরাম' ফ্যাসিস্ট আওয়াজ দিয়ে মিছিল করছে কী করে? বোঝাই যায়, এ রাজ্যের ছাত্র-যুব শক্তির নৈতিক মেরুদণ্ডটি ভেঙে দিতে শাসকরা সফল হয়েছে। কেন পারল? যে রাজ্যে সিপিএম-এর নেতৃত্বে বামপন্থীরা টানা ৩৪ বছর নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিয়ে সরকার চালিয়েছে, পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে সর্বত্র একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই রাজ্যে তারা ক্ষমতা থেকে যাওয়ার ১০ বছরের মধ্যে এ জিনিস ঘটতে পারল কী করে? আসলে বামপন্থার নামে তারা যে কাজটি করেছে, আজ সেই কাজটিই দক্ষিণপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির পতাকা নিয়ে যুবকরা করছে। পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় থেকে সিপিএম যুক্তিবুদ্ধির কারবার, মতাদর্শগত বিতর্ক, তর্কাতর্কি— সব কিছুকে পিটিয়ে ঠেঙিয়ে লোপাট করে দিয়েছিল। তাদের বিরোধী মানেই শত্রু ও চক্রান্তকারী। বিরোধী রাজনীতির প্রতি এই ভাষা যে তারা আমদানি করেছিল, লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সেই একই ভাষা এখন দক্ষিণপন্থী দলগুলির মুখে। সরকারি ক্ষমতার জোরে অতি দ্রুত দল বাড়ানোর উদগ্র বাসনায় সিপিএম তাদের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যুক্তিহীনতা, সুবিধাবাদ, গায়ের জোরে বিরোধী যুক্তিকে উড়িয়ে দেওয়ার যে চর্চা দীর্ঘদিন করেছে তা ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়ার জমি প্রস্তুত করেছে। যার উপর পা রেখেই আজ বিজেপি সহ সমস্ত দক্ষিণপন্থী শক্তির বাড়বাড়ন্ত। এই হুঁশিয়ারি বহু দিন আগেই দিয়েছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। এই সত্যকে না বুঝতে চাইলে বামপন্থার কথা সিপিএম কর্মীদের কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রতারণা হয়েই থাকবে।

২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত গঠনের হুঙ্কার দিল, সেটিও ছিল সিপিএমের থেকেই ধার করা। ফলে, কথায়-বার্তায়, আচারে-আচরণে আজ রাজনীতির যে অধঃপতন পশ্চিমবাংলার বুকে দেখা যাচ্ছে, এর সবটাই সিপিএমের অবদান।

আমরা বারবার সিপিএমের দিকে আঙুল তুলছি এই কারণেই, যে এই চরম দক্ষিণপন্থী রাজনীতির কলুষ থেকে পশ্চিমবাংলাকে মুক্ত করতে গেলে প্রকৃত বামপন্থাকে বিকল্প হিসাবে উপস্থিত করতে হবে এবং সেটা সিপিএমের মতো দলগুলি পারে না। মার্কসবাদ-কমিউনিজমের আদর্শ দূরের কথা, বামপন্থী রাজনীতি নিয়ে চলতে গেলেও যে আদর্শবাদ, যে স্বচ্ছতা রাজনীতিতে থাকা দরকার, সিপিএম আজ তার থেকেও বহু দূরে চলে গেছে। আমাদের এই কথায় সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকরা দুঃখ পেতে পারেন। কিন্তু তাঁদের আঘাত দেওয়ার কোনও অভিপ্রায় আমাদের নেই। আমাদের লক্ষ্য একটাই— বামপন্থী রাজনীতির মর্যাদাকে জনগণের চোখে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

এই আহ্বান নিয়েই এ বছর ২৪ এপ্রিল আমাদের সামনে উপস্থিত এবং এই লক্ষ্যেই আমরা তা উদযাপন করবো।

# শীতলকুচিতে ঠাণ্ডা মাথায় খুন

*তিনের পাতার পর*

ভোট দিয়ে ১২৬ নম্বর বুথের পাশ দিয়ে নিজের লিজ নেওয়া জমিতে বোরো চাষের তদারকি করতে যাচ্ছিলেন। তিনি গুলিগোলা দেখে ভয়ে দৌড়তে থাকেন। ততক্ষণে জওয়ানদের প্রথম গাড়িটি বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় গাড়িটি স্টার্ট দেওয়া অবস্থায় ছিল। পরপর তিন জনকে গুলি করে মারার পর গাড়িতে উঠে যাওয়ার আগে ছুটন্ত নুর আলমকে গুলি করে বাহিনীর জওয়ানরা। এলাকার বাসিন্দাদের কথায়, ১২৬ নম্বর বুথে সকাল থেকে যে সিআইএসএফ জওয়ানরা ডিউটি করছিল, তারা ভোটারদের সাথে কোনও খারাপ আচরণ করেননি। কিন্তু এতগুলি তরতাজা যুবকের নিহত হওয়ার দৃশ্য দেখে তারা আর ওখানে থাকার সাহস পায়নি, গাড়িতে উঠে পালায়। গ্রামবাসীদের সব রাগ গিয়ে পড়ে ভোটকর্মীদের ওপর। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ভোট কর্মীরা অরক্ষিত অবস্থায় ছিলেন।

প্রতিনিধি দল দেখেছে, এলাকার বেশিরভাগ মানুষ অতি নিরীহ। বেশিরভাগই অশান্তি এবং বিভেদপন্থার বিরোধী। তবুও গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষী মহল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোরও চেষ্টা করছে। প্রতিনিধি দল এই পরিস্থিতিতে দাবি করেছে— অপরাধী জওয়ানদের বিরুদ্ধেমামলা করতে হবে। ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সিআইএসএফ জওয়ানদের ও কোচবিহার পুলিশ সুপারকে সাসপেন্ড করতে হবে। তাদের আরও দাবি, গ্রামের একটি সাধারণ কিশোরকে জওয়ানরা মারল কেন, এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে, দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।

আত্মরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলি চালানোর মিথ্যা প্রচার বন্ধ করে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি করেছে প্রতিনিধি দল। সিপিডিআরএস নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে ঘৃণ্য, পৈশাচিক মন্তব্যকারী বিজেপি নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে।

# পিষে দিচ্ছে জনগণকে

*দুয়ের পাতার পর*

আড়াল করতে দেওয়াল তৈরি করেছিল গুজরাটের বিজেপি সরকার।

**অথচ বিশ্বের দীর্ঘতম মূর্তি গুজরাটেই**

মডেল রাজ্যটি থেকে গরিবি, বেকারি, বস্তিতে বস্তিতে অমানুষের মতো জীবনধারণ দূর করতে না পারলেও বিজেপি সরকার বিশ্বের দীর্ঘতম মূর্তিটি সেখানে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। খরচ হয়েছে জনগণের পকেট থেকে সংগ্রহ করা ২ হাজার ৯৮৯ কোটি টাকা (ইটি, ৩১ অক্টোবর, '১৮)। মূর্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি জোগাড় করতে উচ্ছেদ হয়েছেন গুজরাটের নর্মদা জেলার ৭২টি গ্রামের ৭৫ হাজার মানুষ।

সম্প্রতি করোনা অতিমারিতে ভয়ঙ্কর বিপর্যস্ত গুজরাট। ব্যাপক সংখ্যক আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই বিজেপি-র 'মডেল' এই রাজ্যটিতে। সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা হল, কোভিডে মৃত মানুষের সংখ্যা বাস্তবের চেয়ে অনেক কম করে দেখাচ্ছে গুজরাটের বিজেপি সরকার (দ্য হিন্দু, ১৯ এপ্রিল, '২১)।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com